খণ্ড ১১, সংখ্যা ১২ | ভাবনগর | ডিসেম্বর ২০১৯
Vol. 11, No. 12 | BHĀBANAGARA | December 2019

মানব জনম পূর্ণ জনম

দেবোরাহ্ এলিয়েত কুকিয়েরমান

লালনপন্থী সাধক বাউলভক্ত মহিন শাহ্ ও
দেবোরাহ্ এলিয়েত কুকিয়েরমান, ২০১৬

Seeking Perfection in Human Life

Deborah Ellette Cuklerman

Abstract

In thisuncommon essay based on personal experience, Deborah Eliette Cukierman [Deborah Jannat] runs through her background and shares some stories of along-running philosophical journey grounded in a wide range of research areas. From an academic background in Performance Studies, Cultural Engineering and Philosophical Anthropology i.e. Comparative Mysticism, to training in Hatha and Raja Yoga, notwithstanding professional experiences in European classical music and art house cinema, all lead towards an uncommon spiritual awareness which pervades this unique article, written from her home in Kushtia, Bangladesh.

Taking the freedom to break away from traditional, explicit methodology, she agrees with Roger Bastide and states: "Someone who has had no inner experience of wonder has no legitimacy in lecturing about art. Similarly, someone who has had no experience of faith, cannot truly apprehend religious objects". However, this small scale essay breaks away from any kind of academic speculation; instead, it concentrates on the current outcome of the writer's quest for the Supreme through direct *sadhana* practices, offering a novel perspective in *Baul* studies.

Deborah's simple and straight statement will sensibly help readers to see the *Baul society* and *Baul music* from a different point of view – beyond their educative and entertaining vigour, even beyond traditional religious perspective: it's all about unspoken thoughts, philosophical aporia. The essay mainly bases its analysis on two songs collected from Deborah's guru, Fakir Nahir Shah, to lay out a quick outline of the Baul Modelization of the Human Being. Deborah finally states – it is not enough to be successful in society: to make a human life worthy, it needs to be directed towards a higher goal.

২০১৪ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস, হয়তোবা মার্চ মাস। ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের বেঙ্গালুরুর গ্রামাঞ্চলে, সহজ মার্গ স্পিরিচুয়াল ফাউন্ডেশন নামের একটা আন্তর্জাতিক ধ্যানের সংগঠনের গবেষণা-কেন্দ্রে কয়েক দিন কাটাতে এসেছি; সরাসরি ধ্যানের গুরুর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছি ওদের লাইব্রেরি ব্যবহার করতে; এ সংগঠনের হেড-অফিস এবং মূল আশ্রম, চেন্নাই, তামিল নাড়ুতে।

মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছি এক বছর আগে—আরও বেশি হবে। মাস্টার্সটি ব্যক্তিগত কারণে করতেছি। কোনো দিক বাহ্য লাভের আশা নাই। অনেক দিন খুঁজতে খুঁজতে মনের মতন একটা প্রোগ্রাম পছন্দ করলাম—উনিভের্সিতে দো লোরেন (Université de Lorraine), মেজ (Metz) ক্যাম্পাসে, "দার্শনিক আনথ্রোপলজি" বলে। মাস্টার্স যখন পড়ি তখন আমি যোগ-ব্যায়াম শেখানোর পেশা গ্রহণ করি, তখন আমি প্রত্যেক সপ্তাহে এক দিনের জন্যে প্যারিস থেকে উচ্চ-গতি ট্রেনে উঠে মেজ শহরে আসা-যাওয়া করি। দীর্ঘ দিন ধরে, এই যোগ-ব্যায়াম শিক্ষা-শেখানোটা আমার মাথা খারাপ করে ফেলেছে।

অনার্স করেছি পার্ফরমেন্স স্টাডিজ নিয়ে লন্ডনে এবং সান ফ্রান্সিসকোতে। কালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে মাস্টার্সের প্রথম বছর (সম্পূর্ণ করতে ইউরোপে ২ বছর লাগে) প্যারিসে সম্পন্ন করি। পাশাপাশি ইউরোপিয়ান ক্ল্যাসিকাল মিউজিক এবং আর্ট-হাউস সিনেমার নানা অফিসে দায়িত্ব পালন করি। অবশ্যই সে সময় আমার গবেষণার বিষয়গুলো আমার চাকরিতেও কাজে লাগিয়েছি। সুতরাং আমার চাকরিগুলো আমার গবেষণায় কাজে লেগেছে।

সহজ মার্গ স্পিরিচুয়াল ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরির সামনে অন্যদের সঙ্গে দেবোরাহ, ২০১৪

নিজের জন্মভূমি ফ্রান্সের প্যারিসে সেবেরারহ এলিয়েক জুকিয়েরমান, ২০১৪

জন্মভূমি ফ্রান্সের প্যারিসে জন্মদাত্রী মা লিজা ম্যাটিও কুচিয়েরমানের সঙ্গে কন্যা দেবোরাহ

সোশ্যাল সাইয়েন্সে আত্মনিষ্ঠার দাম কম, হ্যুমানিটিজে বোধহয় আত্মগত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। এখানেই পার্থক্য। যখন আমি এই পূর্ব অধ্যায় ত্যাগ করে ফুল-টাইম যোগ-ব্যায়ামে ঢুকে পড়ি তখন আমার অনুসন্ধানের বস্তু আমার নিজ অনুভব-অনুভূতিতে যুক্ত হয়। সাধনা বলতে বলা হয়—নিজেকে পরিবর্তন করা। এ সাধনাতে এতো প্রশ্ন উঠেছিল যে, সেই অনুরাগে আমি মাস্টার্সে ভর্তি হই। বাংলাদেশে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি সহজে বলি—প্রথমে আমি সামাজিক বিজ্ঞান, তারপরে দর্শন নিয়ে পড়া-শোনা করেছি। এই দেশ থেকে যেদিন ধর্মের রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন হতে সাধারণ লোককে আমার আসল উত্তর দেবো—আমি একজন থেওলজিস্ট অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বের ছাত্রী, তুলনামূলক আধ্যাত্মিকধারার বিশেষজ্ঞ, অর্থাৎ আমার মূল অন্বেষণ কম্পেরেটিভ মিস্টিসিজমে। সে যাই হোক।

শেষে ডিসার্টেশন লিখতে গিয়ে আমি কোন বিষয় নিয়ে গবেষণাটা করবো—সে বিষয়ে আমার মনকে সঠিকভাবে বসাতে পারিনি। তাই এক বছর এক্সটেনশন নিলাম। ভারতের তামিল নাড়ুতে ছুটিতে গেলাম, ধ্যান করতে। ফলে ছুটিটা আর ছুটি থাকেনি—কিন্তু রিসার্চ হয়ে গেল। আবার একথাও ঠিক, শুধু তাও নয়। সে সময়ে আমার জীবনের পরবর্তী রূপ ধারণ করতে শুরু করে।

দক্ষিণ ভারতের কাছাকাছি ছয় মাস সময় কাটিয়ে ফ্রান্সে ফিরলাম। এবার আমার ডিসার্টেশনটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কোন বিষয়ে? গুরু-শিষ্য সম্পর্ক নিয়ে।

বাংলাদেশের লালনশাহী সাধক নহির শাহের সাক্ষাৎকার গ্রহণরত গবেষক জেরোয়াহ হুবিনোতাল

বাংলাদেশের লালনশাহী সাধক নহির শাহের সঙ্গে সাধিকা জেরোয়াহ মান্নাত

মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি কাজ করতে গেলে স্পষ্ট নিয়ম-বিন্যাস অর্থাৎ এক্সপ্লিসিট মেথডোলোজি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। আমি দুর্খাইমের মতবাদ মেনে ডিসার্টেশন লিখলাম। দুর্খাইম বলে গেছেন, নিজের অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি থেকে ধর্ম নিয়ে কোনো গবেষণা করা যাবে না। রজার ব্যাস্টিড সেটা মানতেন না। আমি ব্যাস্টিডের সাথে একমত। আমার মতে, রজার ব্যাস্টিডের কথা মেনে চলা উচিৎ—যেমন, মাধুর্য না বুঝতে পারলে কেউ কবিতাশিল্প নিয়ে কোনো সঠিক কথা বলতে পারবে না; তেমনি ঈমানের বিষয়ে যার কোনো আন্তরিক অভিজ্ঞতা নাই সে ধর্ম বা বিশ্বাসীদের নিয়ে সত্য কথা বলতে পারবে না।

তেমনই বিনম্র করে আমার এ প্রবন্ধ। তবে গবেষক হিসেবে লিখছি না। একজন গবেষকের কথা স্মরণ করি, যিনি বলেছিলেন—বন্ধুকে নিয়ে ভাল গবেষণা করা যায় না। ফলে বাংলাদেশে যখন থেকে গেলাম তখন আমার গবেষকের পরিচয় ত্যাগ করে ফেললাম। সেহেতু যেখান থেকে এ প্রবন্ধ আসছে সেখানে কোনো গবেষক ঢুকতে পারবে না। যেমন কর্ম তেমন ফল। আর যেমন সাধনা তেমন সিদ্ধি। এই জন্যে আমার যত পূর্বাভিজ্ঞতা তা আমার বোঝার ক্ষমতা গঠন করল না কেন? কারণ, আমার এই উদ্যোগ পুরোপুরি একাডেমিক নিয়ম মুক্ত। একজন সাধিকা হয়ে এই স্বাধীনতা জোর করে নিয়েছি।

বাউল সম্পদ শুধু উৎসব-অনুষ্ঠানের বিনোদন নয়। প্রাথমিকভাবে গানগুলো একটা গভীর শিক্ষার মাধ্যম। অনেক উর্বর ক্ষেত্র। আপাত দৃষ্টিতে গবেষকের স্বর্গ। তার চর্চা দেখা এবং শোনা যায়। চাইলে অংশও নেওয়া যায়। অল্প কষ্টে সংগ্রহ করা যায়, সত্য-মিথ্যা বিচার না করলে চকচক করলেই সোনা হয় না। স্বর্গটা পতনের কারণ।

উপদেশমূলক বাণীকে বলা হয় প্রবর্ত। যদিও লালন ঘরে আমার গুরুর পরম্পরা। তবুও একজন হিন্দু গুরুবাদী গোঁসাই সনাতন রচিত একটি উপদেশমূলক গান তুলে ধরতে

বাংলাদেশের লালনপন্থী সাধক রাজিয়া ফকিরানীর সঙ্গে ডেবোরাহ জাস্ট্রফ

সাধুসঙ্গে বাংলাদেশের বাউলপন্থী সাধক নহির শাহের সঙ্গে মেহেরাহ্ জান্নাত

চাই, এই গানের রচয়িতার কোনো স্থান বা কাল বা বয় আমার জানা নাই। গানটি আমার সাঁইজি নহির শাহের কাছ থেকে পাওয়া। গানের ভণিতায় পাওয়া রচয়িতার নাম একই রকম হওয়াতে গানটি যাঁর লেখা তিনি কি বিখ্যাত শিল্পী পার্বতী বাউলের একজন গুরু? তাই নিয়ে সন্দেহ থাকল।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা—সাধনার ভাষার উপরে। ভারতে হিন্দুধর্মের প্রভাব বেশি, বাংলাদেশে ইসলামধর্মের প্রভাব বেশি। তবে শেষ বেলায়, বস্তু ভাষাতে নয়। দার্শনিকের আপোরিয়া, বিস্ময়ে অকথ্য।

... ...
গৌর প্রেম আনন্দে হরি বল।
একবার বলোরে বদন ভরো।
অসৎ সঙ্গ সদা ত্যাগিয়ে,
সাধু-গুরুর নিকটে গিয়ে,
ইষ্ট কথায় কৃষ্ণ মন্ত্র, শ্রবণ করো রে।
মহাজনের পথে চলো,
কেনরে বেড়াও ঘুরো।
গৌর প্রেম আনন্দে হরি বল...

লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে
মানব জনম পেয়েছ রে।
যা বলে এলি জঠরে,
স্মরণ করো রে।
হলে শ্রদ্ধা-ভক্তি নিষ্ঠা রতি,
প্রেম উৎপত্তি হবে রে।
গৌর প্রেম আনন্দে হরি বল...

তৃণাদপি হয়ে মনে,
থাকো গুরুর শ্রীচরণে।
তিন প্রভুর মর্ম জেনে,
সাধন করো রে।
হলে হয়ের ধর্ম,
    নয়ের কর্ম,
তবেই গৌর মিলবে রে॥
গৌর প্রেম আনন্দে হরি বল...

কহিছে গোঁসাই সনাতন,
রামকৃষ্ণ তোরে বলে শোন।
প্রভুর মুখে নির্যাস বচন,
হরি নাম সংকীর্তন।
হলে নামে রুচি জীবে দয়া,
তবেই গৌর পাবি রে॥
গৌর প্রেম আনন্দে হরি বল,
একবার বলোরে মদন ভজো॥
... ...

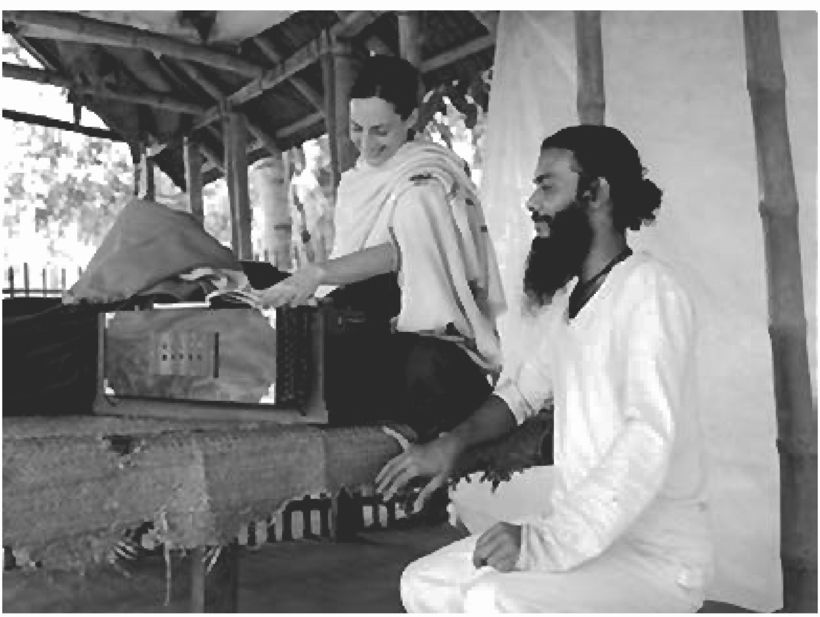

সাধনসঙ্গীত চর্চায় আনন্দে দেবোরাহ জাস্নুত, পাশে আসীন তাঁর সাধনসঙ্গী রাজন ফকির

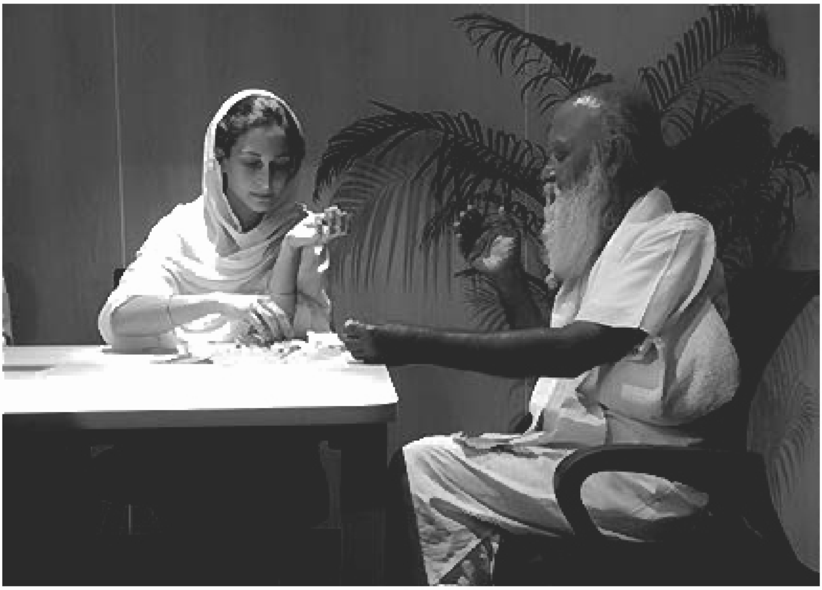

বাংলাদেশের লালনপন্থী সাধক নহির শাহের সঙ্গে দেবোরাহ জাক্সুত

মানুষ মানুষের জন্য। মানবতা ধর্ম। মানবতাই ধর্ম। বাংলাদেশে থাকলে এই দুটি কথা বারবার শোনা হয়। এই কথার মধ্যে একটা গভীর সততা—একটা পথ-মতের অন্বেষণ করতে গেলে, প্রথমে এই প্রশ্ন বলা উচিৎ—এই ধর্মের আদর্শ মানুষ কী রকম? এই প্রশ্ন করলে তো কোনো বিচ্ছিন্ন চিন্তা-ভাবনা করতেছি না। নিশ্চয়ই মানুষ মানুষই। কিন্তু মানুষের আচার-আচরণ, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, পরিকার-পরিচ্ছন্নতা, নিদ্রা-জাগরণ—সব কিছু সমাজের উপরে নির্ভর। এক কথায়—রীতি-নীতি। একেকটা সমাজ একেকটা সাধারণ এবং অসাধারণ রূপ, অর্থাৎ নর্মাল এবং মার্জিনাল। তার উপরে, মানুষের জ্ঞান-চেতনা বাস্তবতা একযোগে নিতে পারে না। অতএব সাধনার শেষ লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত, বাস্তবতা ভাগ ভাগ করা লাগে। সুতরাং একেকটা পথ-মত একেকটা মডেলাইজেশন।

নদ-নদীর ভূমিতে একাধিক আধ্যাত্মিক ধারা যুগান্তরে মিশে থাকল। এই বাণীতে বাউলের মডেলাইজেশনটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়। সাধকের প্রধান লক্ষ্য কী, কোন আচার-আচরণে ভক্তের পরিচয়, কোন মনের প্রকৃতিতে সাধনা, আর দেহের ভাগ ভাগ কী? বাউল-ফকিরের আদর্শ মানুষ একজন শিল্পী, একজন দার্শনিক এবং সর্বের উপর, একজন যোগী।

যোগী হতে হয় কেন? যোগী হওয়া যায় কী করে? যোগীর চরিত্র কী? এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর নিজ জীবনে প্রমাণ দিতে পারলে জনমটা সার্থক।

প্রথমে একটু দ্রুতভাবে দেহের মডেলাইজেশনটা ধরলাম।

দেহের বীজগণিত যোগ-ব্যায়ামের তত্ত্বে সম্ভবত প্রাচীন সংখ্যা ধারা থেকে এলো। এ গানে পাওয়া যাচ্ছে—তিন, ছয়, নয়।

তিনটি প্রভুর কথা অন্য জায়গাতেও পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও তাদের বলা হয় তিনটি ধারা। খোলাভাবে বলতে গেলে, তারা তিনটা শক্তি। তাদের নাম ধরা হয়েছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব; অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। যা যা কিছুতে বিদ্যমান। রতন পেতে চাইলে তাদের পালন করা লাগে। কোন রতন? কেন রতনটি মূল্যবান? এই দুটি প্রশ্ন এখন পড়ে থাকুক।

ছয়ের কথাও লালন সাঁইজির গানে পাওয়া যায়—তারা মন্ত্রী হয়ে কুপথে আটকায় রাখে। তাদের পরিচয় ষড় রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ (বা দম্ভ), মাৎসর্য।

এই দেহের মডেলাইজেশনের শেষে নয়ের কথা। উপর নিচে সারি সারি। লালন সাঁইজির অর্ধেক দরজা বেশি কেন? পাঠক কি নর না নারী? যে মানুষ হতে পেরেছে, সে দুটি পুরুষ এবং প্রকৃতি হিশাবে তার লিঙ্গ-পরিচয়ও ত্যাগ করেছে।

এই ত্যাগই যোগীর বা সাধুর প্রধান চরিত্র। তৃপ্তি না খুঁজে এবং ভয় ও অলসতা এড়িয়ে, অক্ষয় শক্তির উদ্দেশ্যে চলে। বলা হয়—ভোগে দুঃখ, ত্যাগে সুখ? সেই সুখের আরেকটা নাম—পরমানন্দ। তার সীমা নাই, কাল নাই। এই গানে দেওয়া আছে প্রেম আনন্দ। সম্পর্ক ছাড়া কি মানুষ হয়?

....

বাউলের সাধনসংগীতের বাদ্য মন্দিরা ও খমক হাতে দেবোরাহ ভাদ্রাত

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক তৈরি করা হয় নানা ভাব দিয়ে। এই গানে স্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে শিষ্যের দায়িত্বে চারটা বিভাগ—ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রতি। এবং ত্যাগ যদি সাধুর প্রধান পরিচয় হয়, সমর্পণ ভক্তের প্রধান কাজ। সরাসরি না দিলেও, রামকৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন—শিষ্য সর্বনিম্ন দাসের মত হলে তখন ভক্ত হয়ে যায়। আলোকিত হতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

ধ্যানমগ্নকাম দেবোরাহ আন্নাক

অতীত কালে কাজ না থাকলে অর্থাৎ অবকাশে লোকজন ভ্রমণ খুব কম করত। যুদ্ধ ছাড়া ভ্রমণের দুটি প্রধান কারণ ছিল—বাণিজ্য এবং তীর্থযাত্রা। নানা গবেষক দেখে নিয়েছে যে, বাণিজ্যপথে, ভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য এবং ধর্মের মত্যাদ কিংবা দর্শন মিশে থাকত। ব্যবসায়িকদের সাথে মিশনারিজ এবং ধর্মীয় ব্যক্তিও ভ্রমণ করত অবশ্য। যেহেতু মানুষ পাথর নয়, একাডেমিক নিয়ম মেনে, অনেকে ধারণা করেছে যে এই বাণিজ্যপথের কারণে, জায়গায় জায়গায় ভিন্ন মতে মিল পাওয়া যায়। কেউ কেউ আবার অনুমান করেছে যে একরকম চিরকাল অসাম্প্রদায়িকতা বা আধ্যাত্মিক একতা প্রমাণ করা যায়। সেটা তুলনামূলক তত্ত্ব নিয়ে আর একটা গ্রন্থের পরিকল্পনা হতে পারে। আমাদের বিষয় এখানে একটু আলাদা। যেভাবে সাধারণ লোক ধর্ম বুঝে ও পালন করে, সেভাব বাউল-ফকিরের মধ্যে নাই। তবুও বলা যাবে না যে, আধ্যাত্মিকধারাতে কোনো দেখানোর মতন কর্ম নাই। কিন্তু সহজে দেখানো যদি যায়, বা সেটা নিয়ে যদি সাধারণ সমাজের মধ্যে গল্প করা যায়, তাহলে সেটা মূল কর্ম নয়। করার চাইতে হওয়াই মুখ্য। মূল কর্মের ফল যে পায় সে বুঝে। ইংরাজিতে বলে "it takes one to know one"। অতএব যার হয়েছে, অন্য কারও হলে লক্ষণ দেখে সে জানে। নিজ খবর জানতে পারলে পরের খবর জানা যায়। এই জন্যে আশ্রিত বা দীক্ষিত যে নয় সে এই আন্তরিক সাধনার ফল বুঝতে পারবে না।

সাধনার সাথিকা রাবিয়া ফকিরানীকে ভক্তিরস সেবোয়াহ জানুক

সাধুসঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশনরত দেবোরাহ জান্নাত

লালন সাঁইজি বলে গেছেন:

অজান খবর না জানিলে কিসের ফকিরি।...

আরেকটা বাণীতে লালন সাঁইজি বলেছেন:

মানুষে মানুষ বিহার,
মানুষ ধরে করো নিহার।
সে কি বেড়ায় দেশ-দেশান্তর,
পিড়ের পেড়োর খবর পায়।
সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়।
হৃদকমলে ভাব দাঁড়ালে
    অজান খবর তাইরে হয়।

আধুনিক কালেও তাহলে কি এ ভ্রমণের কথা ঠিক থাকে না?

পাপ-পুণ্য অবশ্যই ধর্মের বিষয়। সেখান থেকে লাভ-ক্ষতি হিসাবও থাকতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ধারার হিসাবটা আলাদা। শতাব্দীর পর শতাব্দী যত যোগের বিধান থেকে গেছে লেখার মাধ্যমে, তত সিদ্ধির কথা পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, একটাই সাধনের ফল। সেটা অন্তরের জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা। এই ফলের আরেকটা নাম—বিবেক-চেতনা। চৈতন্য যে হতে পেরেছে সে আলোকিত। আলো থাকার কারণে অন্ধকার কাটে যায় এবং জীব দেখতে পায়। দৃষ্টি থেকে দর্শন। এ বাণীতে রামকৃষ্ণ সুন্দরভাবে বলে যান—কোন পথে এই সূত্রের দর্শন পাওয়া যায়: ভক্তের লক্ষ্য গুরুর দিকে যদি থেকে যায়, বিনিময়ে গুরু ভক্তের প্রতি দোয়া বা কৃপা

ভ্রমণরত সাধক রাজন ফকির ও সাধিকা দেবোরাহ জানুত

রাখে। "নামে রুচি জীবে দয়া"। এই কৃপা অদৃশ্য নূর, যার মাধ্যমে জীব মানুষ হয়ে যায়। জ্যোতির আরেকটা নাম—প্রেম।

লালন সাঁইজির প্রিয় রূপক ঘড়ি-ঘটী। শেষ কথায় রূপক দেশে আরেকটু গভীরভাবে ঢুকলাম। গবেষক হওয়া মানে আমার একটা ঘড়ি আছে। তার সব কিছু আমার জানা। রূপ, শব্দ, চলাচল, নকশা, অদৃশ্য কলকব্জা। সমাজ এই জ্ঞানকে মূল্যায়ন করে তো বটে। সামাজিকভাবেও আমার ঘড়ির সৌন্দর্য্য ও মান সব সময় অন্য কারো কাছ থেকে তুলনা-বিচার করতে পারি। ভালো লাগার কথা। ঠিক সময় তো দেয় না ঘড়িটা। মনে মনে সবাই জানে, তবে এ খবর কেউ রাখে না। ঠিক সময় পেলে কি করব? হৃৎস্পন্দনের মত একটা আফসোস থাকতে পারে—আমার এ ঘড়িকে সমন্বয় করতে পারিনি। তাহলে কি যার ঘড়িতে ঠিক সময় থাকে তার কাছ থেকেই শিখা উচিৎ না?

সময় কারও অপেক্ষায় থাকে না। গেলে আর লাভ হয় না। লালন সাঁইজির কথাতে—"রতিতে জ্যোতির উদয়, সামান্যে কি তাই জানা যায়—তাতে কত রূপ দেখা যায় লালমতি"। আগুন না থাকলে আলো কখনও আসে না। সেটা জানলে কি আগুনের তাপ বা আলোর গুণ বুঝতে পেরেছে কেউ? অথবা যত "অগ্নি জ্যোতি অগ্নি জ্যোতি" জপি না কেন, জপার মধ্যেও তাদের চেনার উপায় নাই।

যেমন লালন সাঁইজি বলেছেন "পাথরেতে অগ্নি থাকে বের করতে হয় ঠুকলি ঠুকে—সিরাজ সাঁই দেয় সে সব শিকে, বোকা লালন সং নাচায়", তেমন মানব জনম পূর্ণ করতে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে অথবা ঊর্ধ্ব দেশের জ্ঞান অর্জন করে সাধনা করা লাগেই।

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি

DIWAKAR, Ranganath Ramachandra, *Mahayogi : life, sadhana and teachings of Shri Aurobindo*, Bombay, India: Bharatiya Vidya Bhavan, 1976

JUNG, C.G., *Psychology and religion*, USA: Yale University Press, 1996 [1938

KAKAR, Sudhir, *Shamans, mystics and doctors*, USA: University of Chicago Press, 1991 [1982]

LAMA Anagarika Gobinda, *Foundations of Tibetan mysticism*, San Francisco, CA, Newburyport, MA: Weiser Books, 1969

SWAMI Satyananda Saraswati, *Kundalini Tantra*, Munger, Bihar, India: Yoga Publications Trust, 2009 [1984]

SWAMI Muktibodhananda, *Hatha Yoga Pradipika*, Munger, Bihar, India: Yoga Publications Trust, 2009 [1985]

TAVES, Ann, *Religious experience reconsidered : a building block approach to the study of religion and other special things*, USA : Princeton University Press, 2009

SMSF Newsletter, Volume IX No.2 April 2014, Sahaj Marg Spirituality Foundation, India.

ফরাসি

David Émile Durkheim, *Les Règles de la Méthode Sociologique [The Rules of Sociological Method]*, 1895

BASTIDE, Roger, *Elements de sociologie religieuse*, Paris: Stock, 1997 [1935]

---------, *Problemes de la vie mystique*, Paris: PUF, 1996 [1931]

MESLIN, Michel (Dir.), *Maître et disciples dans les traditions religieuses : actes du colloque organisé par le Centre d'histoire comparée des religions de l'Université de Paris-Sorbonne, 15-16 avril 1988*, Paris: les Editions du Cerf, 1990

বাংলা

দীপেন সেনগুপ্ত, *অষ্টাঙ্গযোগ*, স্বামীসন্ত দাস ইনস্টিউট অব কালচার, কলকাতা : ২০০৪ইং[১৯৮৮]

ব্রহ্মচারি শিশিরকুমার, *পাতঞ্জলদর্শন*, স্বামীসন্ত দাস ইনস্টিউট অব কালচার, কলকাতা : ১৩৯০বাং[১৩৭০]

শ্রীঅরবিন্দ, *যোগসাধনার ভিত্তি*, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, পণ্ডিচেরি : ২০১৪ [১৯৮৫]

-- -- --, *যোগ ও তার উদ্দেশ্য*, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, পণ্ডিচেরি : ২০১৭ [১৯৭৫]

-- -- --, *যোগের পথে আলো*, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, পণ্ডিচেরি : ২০১৫ [১৯৪১]